খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

২১ শে মার্চ ২০১৪ স্থানঃ বায়তুল ফুতুহ লন্ডন

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ২১শে মার্চ ২০১৪ সালে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাশাহুদ তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

আজ আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু লেখনী, সংকলন, নির্দেশনা বর্ণনা করব যে গুলোতে তিনি (আ.) তাঁর সত্যতা, নিদর্শন ও চিহ্নাবলী বর্ণনা করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সত্যতার, তাঁর আগমনের নিদর্শন হিসেবে চাঁদ ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেন,সহী দারকুতনীতে একটি হাদীস আছে ইমাম মুহাম্মদ বাকের(রঃ)বলেন

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ

"ইন্না লে মাহদী ইনা আয়াতাইনে লাম তাকুনা মুনযু খালাকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়ান কাসেফুল কামারু লেআয়ালে লাইলাতিন মিন রামাযান ওয়া তান কাসেফুশ শামসু ফি নিসফে মিনহু।" অর্থাৎ আমাদের মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন রয়েছে আর খোদা যখন থেকে জমিন ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এই দুইটি নিদর্শন আর কোন মামুর বা প্রত্যাদিষ্টের বা কোন রসূলের সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। তার মধ্য থেকে একটি হলো, মেহদী মা'হুদের জামানায় রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ তার প্রথম রাত্রিতে হবে অর্থাৎ ১৩ তারিখে আর সূর্য গ্রহণ তার গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে হবে অর্থাৎ সেই রমযান মাসের ২৮ তারিখে হবে। আর এ ধরণের ঘটনা দুনিয়ার শুরু থেকে কোন নবী-রসূলের সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। আর এটি কেবল মেহদী মা'হুদের যুগের জন্যই নির্দিষ্ট করা। সকল ইংরেজী, উর্দু পত্রিকা এবং জ্যোতিষ্কবীদ এই কথার সাক্ষী যে, আমার জামানায় যা ১২ বছর অতিক্রম করেছে এই ধরনের বা গুণের চাঁদ ও সূর্য গ্রহণ সংগঠিত হয়েছে। আবার আরো একটি হাদীসের বর্ণনা মতে এই গ্রহণ দুই দফা সংগঠিত হয়েছে প্রথমটি এই উপমহাদেশে দ্বিতীয়টি আমেরিকাতে। আর দুই দফাতেই হাদিস অনুযায়ী উল্লেখিত তারিখেই হয়েছে। আর যেহেতু এই গ্রহণের সময় পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ মাহদী মা'হুদ হওয়ার দাবীদার ছিল না, এমন কি আমার মত কেউ এই গ্রহণকে নিজ মাহদীয়াতের নিদর্শনস্বরূপ দাবী করে, উর্দু ফার্সি ও আরবীতে ,শত শত ইশ্তেহার ও পুস্তিকা দুনিয়া ব্যাপী প্রকাশ করে নাই তাই এ আসমানী নিদর্শন কেবল মাত্র আমার জন্যই প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় দলীল হলো, ১২ বছর পূর্বেই খোদা তা'লা এ নিদর্শন প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এমন নিদর্শন জাহির হবে। আর এই সংবাদ নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই "বারাহীনে আহমদীয়া"-র মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এই হাদীস একটি অদৃশ্য সংবাদ বহন করে যা তেরশত বছর পর প্রকাশিত হয়েছে যার সারমর্ম হলো, মাহদী মা'হুদ-এর আবির্ভাব কালে তার যামানায় রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ১৩ তারিখে হবে আর সেই মাসেই সূর্য গ্রহণ ২৮ তারিখে হবে। আর এ ঘটনা মাহদী মা'হুদ ছাড়া অন্য কোন দাবী কারকের যুগে প্রাকাশিত হবে না। আর এটি জানা কথা এমন সুস্পষ্ট অদৃশ্যের সংবাদ নবী ব্যতীত অন্য কার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

শররীফে উল্লেখ করেছেন, “লা ইউযহের আলা গায়বিহী আহাদান ইল্লা মানির তাদা মির রাসূলিন।” অর্থাৎ খোদা তা’লা তার অদৃশ্যের সংবাদ তার মনোনিত রসূল ছাড়া কাউকে অবগত করেন না।

সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বানী যখন তার পূর্ণ সত্যতা সহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে তখন এই বাহানা অসার যে, এই হাদীস দুর্বল বা এর রাবী ইমাম মোহাম্মদ বাকের। প্রকৃত বিষয় হলো এই লোকেরা একেবারেই চায় না যে রসূল করীম (সা.) এর কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করুক বা কুরআন শরীফের কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করুক। এই সত্যতার নিদর্শন রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন।

আর একটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে, তিনি (আ.) বলেন, আমাকে যখন (ইলহামের মাধ্যমে- অনুবাদক) সংবাদ দেয়া হলো আমার পিতা সূর্যাস্তের পর মৃত্যুবরণ করবেন তখন মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমি এ সংবাদ শুনে বড়ই ব্যথিত হলাম। যেহেতু আমার জীবিকার বৃহৎ অংশ তার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পেনশন পেতেন বড় অংকের পুরস্কার পেতেন আর এসব কিছুই তার জীবনের সাথে শর্তযুক্ত ছিল। তাই এই দুশ্চিন্তার উদয় হলো যে, তার মৃত্যুর পর অবস্থা কি দাঁড়াবে! হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি হলো হয়ত বা অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টের দিন আমাদের ওপর পতিত হবে। এসব চিন্তাগুলি বিদ্যুত চমকের ন্যায় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে হৃদয়ে প্রবেশ করল। আর তখনই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবের اليس الله بكاف عبده সৃষ্টি হয়ে দ্বিতীয় ইলহাম হলো। “আলায় সাল্লাহু বেকাফেন আবদাহু” অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন” এই ইলহামের সাথে সাথে হৃদয়ে এমন শক্তি সঞ্চয় হলো যেমন কোন এক কঠিন গভীর ক্ষত কোন মলম ব্যবহার করা মাত্র মুহূর্তে আরোগ্য লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি বারবার পরীক্ষিত হয়েছে যে ওহী ইলাহীতে হৃদয়ে প্রশান্তি দেয়ার এক অদ্ভূত বৈশিষ্ট রয়েছে আর এই বৈশিষ্টের মূল ভিত্তি হলো সেই বিশ্বাস যা ওহী ইলাহী দ্বারা অর্জিত হয়। পরিতাপ সেই লোকদের জন্য তারা কেমন ইলহামের দাবী করে ইলহামের দাবী করেও তারা বলে যে, আমার এই ইলহাম সন্দেহপূর্ণ এক বিষয়, না জানি এ ইলহাম শয়তানী, না রহমানী। তাদের এমন ইলহাম উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। কিন্তু আমি খোদা তা’লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এসব ইলহামের ওপর সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে কুরআন শরীফের ওপর, খোদা তা’লার অপরাপর কিতাব সমূহের ওপর ঈমান রাখি এবং যেভাবে আমি কুরআন শরীফকে দৃঢ় এবং অকাট্য ভাবে বিশ্বাস করি যে এটি খোদা তা’লার কালাম, অনুরূপ ভাবে এই কালামকেও যা আমার ওপর নাযেল হয় খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করি, কেননা এর সাথে খোদার ঝলক এবং নূর দেখে থাকি এবং এর সাথে খোদা তা’লার কুদরতের নমুনাও প্রত্যক্ষ করি।

অত:পর اليس الله بكاف عبده আমার ওপর এ ইলহাম, আলায় সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহু, হলে আমি ততক্ষণাৎ উপলব্ধি করলাম যে করলাম খোদা আমাকে পরিত্যাগ করবে না, আমাকে বিনিষ্ট করবেন না। তখন আমি এক হিন্দু ক্ষত্রিয় মালাওয়ামাল কাদিয়ান নিবাসীকে, তিনি এখনো জীবিত আছে, সেই ইলহাম লিখে দেই আর সকল ঘটনা শুনাই। তাকে অমৃতসরে হাকীম মৌলবী শরীফ কালানওয়ারী সাহেবের কাছে পাঠাই যেন তা কোন পাথরের ওপর খোদাই করে আংটি বানিয়ে নিয়ে আসে। আমি এই হিন্দু ব্যক্তিকে এজন্যই এ কাজে নিয়োজিত করেছিলাম যেন তিনি এই আযিমুশ্শান ভবিষ্যদ্বণীর সাক্ষী হন আর সেই সাথে মৌলবী মোহাম্মদ শরফি সাক্ষী থাকেন। অত:পর উক্ত মৌলবী সাহেবের মাধ্যমে সেই আংটি প্রস্তুত হয়ে আমার নিকট পৌঁছে আর এতে খরচ হয় পাঁচ টাকা। এই আংটি এখনো আমার কাছে আছে। এটি

সেই সময়ের ইলহাম যখন আমাকে জীবিকা এবং আরাম আয়েশের সকল উৎস আমাকে পিতার সামান্য আয়ের ওপর নির্ভর ছিল এবং ভিন দেশের অধীবাসীদের মাঝে একজনও আমাকে জানত না। আমি এক অচেনা মানুষ ছিলাম যে কিনা কাদিয়ানের ন্যায় প্রত্যন্ত গ্রামে নিঃসঙ্গ ভাবে কালযাপন করতাম। এরপর খোদা তা'লা তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি পৃথিবীকে আমার দিকে মনোনিবেশ করিয়েছে, আমার দিকে ঝুকিয়ে দিয়েছে আর নিরন্তর বিজয়ের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করেছেন যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মত ভাষা আমার কাছে নাই। আমার অবস্থা এমন ছিল যে এটি চিন্তা করাও বাতুলতা হত যে আমার দ্বারা মাসিক দশ টাকা আয় হবে। কিন্তু খোদা তা'লা যিনি গরীবদেরকে মাটি থেকে উপরে ওঠান এবং অহংকারীদের মাটিতে নামিয়ে আনেন, তিনি আমায় এমন ভাবে সাহায্য করেছেন যে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এখন পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা এসেছে, মনে হয় এর চেয়েও অধিক হবে।। লংগর খানায় যে মাসে দেড় হাজার টাকা খরচ হয় তাও এর মাঝে গণ্য আর এটি গড় হিসেবে। অন্যান্য ব্যয়ের স্থান অর্থাৎ মাদ্রাসা, বই প্রকাশ করা প্রভৃতি এ থেকে পৃথক করা হয়েছে। সুতরাং দেখুন এই ভবিষ্যদ্বাণী "আলায় اليس الله بكاف عبده সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহু" কত সুস্পষ্ট এবং মর্যাদার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি কি কোন মিথ্যাবাদীর কাজ হতে পারে বা শয়তানী প্ররোচনা হতে পারে? কখনো নয়। বরং এটি সেই খোদার কাজ যার হাতে সম্মান ও লাঞ্ছনা, অধ:পতন ও উত্থান নিহিত। আমার এই বর্ণনাতে বিশ্বাস না হলে বিগত কুড়ি বছরের সরকারী রেজিষ্ট্রি করা ডাক দেখ তবেই বুঝতে পারবে এই পর্যন্ত কি বিপুল পমিাণ আয়ের উৎস উন্মোচিত হয়েছে।

জামাতের উন্নতি প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী ও আদেশাবলী উপস্থাপন করার পর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ,

আমরা আজ দেখছি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাত দুনিয়ার ২০৪ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আল্লাহ্র ফযলে আহমদীর সংখ্যা কোটি কোটিতে পৌঁছেছে। আর এম,টি,এ-এর প্রচারের মাধ্যমে দুনিয়ার কোণায় কোণায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পয়গাম পৌঁছাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ) এর একটি ইলহাম উপস্থাপন করেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) কে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইলহামটি يعصمك الله من عنده ولو لم يعصمك الناس হল, 'ইয়াসামুকাল্লাহু মিন ইনদাহু ওয়ালাও লাম ইয়াসামুকান্নাসা'। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার ডঃ মার্টিন ক্লার্কের মামলার উল্লেখ করেন।যাতে মার্টিন ক্লার্ক তাঁর উপর হত্যার অভিযোগ আনে।আল্লাহ তায়ালা অলৌকিক ভাবে হুযুর(আঃ) কে নির্দোষ হিসেবে মুক্তি প্রদান করেন।

হুযুর(আইঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ) এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেন।

فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها "ফা বার্‌রাহুল্লাহু মিম্মা কালু ওয়া কানা ইনদাল্লাহে ওয়াজীহান" অর্থ: খোদা তা'লা তাকে সেই অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন যা তার ওপর আরোপ করা হয়েছিল। আর তিনি খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিত।" আজও দেখুন এই ইলহাম কত মর্যাদার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে, যখন ডা. মার্টিন ক্লার্কের পরপোতা জলসায় আমাদের সামনে স্পষ্টরূপ এটি বলেছে যে, আমার পর দাদা ভুল করেছিলেন আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সত্যবাদী ছিলেন। এ সব কিছু জলসায় রেকর্ড হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আঃ) মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরীর মৃত্যু সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে । মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরীকে দেওয়া মোবাহিলার পরিণাম স্বরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার নিদর্শনে পরিণত হয়।

এর পর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আরবী ভাষার ফাসাগাত ও বালাগাত বা বাগ্মীতা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিদর্শন পেয়েছিলেন সেই সম্পর্কে হুযুর (আঃ) এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

খুতবা জুমার শেষে হুযুর (আইঃ) বলেন ,

যাই হোক এই কয়েকটি নিদর্শন আমি উপস্থাপন করলাম। এগুলোর মাঝ থেকে যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে এগুলো লক্ষাধিক রয়েছে, এর সবই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার নিদর্শন। আর এগুলো শুধু সেই সময়ই শেষ হয়ে যায়নি। বরং আল্লাহতা'লার ফযলে এসব নিদর্শনের সিলসিলাহ্ আজও জারি আছে। এবং হাজার হাজার লোক এসব নিদর্শন দেখে সিলসিলাহ্ আহমদীয়ার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে এবং বয়াত করছে। আঁহযরত (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। হ্যাঁ কতিপয় জায়গায় অবশ্য আহমদীদেরকে কষ্টের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং বিপদাবলীর সম্মূখীন হতে হচ্ছে। ইনশাআল্লাহতা'লা এমন সময় আসবে যে সেগুলোও দূর হয়ে যাবে এবং এগুলো দেখে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান বর্ধিত হবে।

সব শেষে হুযুর (আইঃ) দোয়ার আহ্বান করতে গিয়ে বলেন ,

সিরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়ার বিশেষ প্রয়োজন, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও বিশেষ প্রয়োজন। একইভাবে মিশরের আহমদীদেরও কষ্ট এবং বিপদের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছে। আল্লাহতা'লা তাদের সবার সমস্যা দূর করুন। এবং এদিক দিয়েও যেন আমরা বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি। তারা যেন স্বাধীনতার সাথে নিজেদের ধর্মের প্রকাশ করতে পারে এবং আল্লাহতা'লার সকাশে বিনীতও যেন হয়। যে সমস্ত জায়গায় আমাদের ওপর এই বিধিনিষেধ রয়েছে যে আমরা ইবাদত করতে পারবনা, নামায আদায় করতে পারবনা, আল্লাহতা'লা যেন সকল জায়গা থেকে এ সমস্ত বিধিনিষেধ দূর করে দেন।

আজ আমি নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোকার্‌রমা মোহতরমা লতিফা ইলিয়াস সাহেবা ওয়ালটিমোর এর যিনি ইউ এস এ-র অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ৯ মার্চ আল্লাহাতা'লার তকদীর অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিওন। হুযুর (আইঃ) তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।